রাষ্ট্রপতি: মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ দিকনির্দেশনা

সংগৃহীত ছবি

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিটি কথা, কর্ম ও জীবনাদর্শ মুসলমানদের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয়। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি মহানবীর আগমনকে মানবজাতির জন্য শান্তি, মুক্তি ও রহমতের বার্তা হিসেবে উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেছেন, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইহকাল ও পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করতে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনই মুসলমানদের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শ।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) দেওয়া এক বাণীতে তিনি দেশবাসীসহ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আজ সেই পবিত্র দিন, যেদিন বিশ্বমানবতার জন্য রহমত হয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়ায় আগমন করেন। তাঁর আগমন আরব সমাজের অন্ধকার, অন্যায় ও কুসংস্কার দূর করে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথ উন্মোচন করেছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন এবং পবিত্র কোরআন নাজিল করে মানবতার জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দান করেন।

তিনি বলেন, অসীম ধৈর্য, ত্যাগ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মহানবী (সা.) ইসলামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোরআনের মর্মবাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন। তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলেন, যেখানে মানবাধিকারের মর্যাদা ও সাম্যের নিশ্চয়তা ছিল।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, মহানবী (সা.) মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর জীবন ও আদর্শ আমাদের জন্য চিরন্তন আলোকবর্তিকা। তিনি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন— মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ যেন আমাদের সবার জীবনকে আলোকিত করে এবং সেই শিক্ষা অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করেন। আমিন।